REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৪ঠা আশ্বিন বুধবার ১৩৪৫ ইংরাজী 21st September 1938 | ১৯শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ১৹ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সস্তর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৷৵৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমা

(১৯৩৭-৩৮)

৩ কোটি টাকার উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর	প্রতি হাজারে
মেয়াদী বীমায় ১৮৲	আজীবন বীমায় ১৫৲

চলতি বীমা (১৯৩৬-৩৭)	১২	কোটি	৮৫	লক্ষের	উপর
বীমা তহবিল	"	২	"	৩২ লক্ষের	"
মোট সংস্থান	"	২	"	৬০ "	"
প্রিমিয়াম আয়	"	...	...	৬২ "	"
দাবী শোধ	"	১	কোটি	৪০ "	"

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

সাব অফিস —কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

স্যাঙো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৹

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ব্রজশশী

আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রাপ্তির ও চিকিৎসার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত—সন ১৩৩২ সাল।)

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক—

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি-এ, কবিরত্ন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

নোটীশ

পিতৃপক্ষ মেলা উপলক্ষে গয়া যাত্রীদিগকে উপদেশ দেওয়া যায় যে, তাঁহারা যেন নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে কলের! প্রতিষেধক ইন্‌জেকৃশনাদি লইয়া যান। ইন্‌জেকশনের সার্টিফিকেট লইতে ভুলিবেন না।

স্বাক্ষর—পি, সি, রায়
ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার,
মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৪ঠা আশ্বিন বুধবার সন ১৩৪৫ সাল

নিমতিতায় শিক্ষাকরের প্রতিবাদ সভা

রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিমতিতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীগণের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় প্রস্তাবিত শিক্ষাকরের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাকর প্রবর্ত্তন করা স্থগিত রাখা হউক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী জানান হয়।

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির সৎ প্রচেষ্টা

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী হইতে সহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে যুবক ও ছাত্রগণের মধ্যে আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা ও সাহায্য দানের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং আহত ব্যক্তিকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার জন্য একখানা "এ্যাম্বুলেন্স কার" আনয়ন করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটী অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য একখানি "ফায়ার ব্রিগেডসহ মোটর কার"ও আনয়ন করিয়াছেন।

বন্যায় ক্ষতি

এবার বাঙ্গালায় যেরূপ বন্যা হইয়াছে এবং তাহাতে ১০।১২টী জেলার অধিবাসীদের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এদেশের ইতিহাসে বস্তুতই বিস্ময়কর। মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এই জেলার বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ,—কেবল মুর্শিদাবাদ জেলাতেই ৫ লক্ষ লোক এবং ৫০ হাজার পরিবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা এইরূপ,—"গ্রামবাসীদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। অনেকেরই ফসল নষ্ট হইয়াছে, বাড়ী ঘর ধ্বসিয়া পড়িয়াছে বা বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। বহু লোক অর্দ্ধাসনে দিন কাটাইতেছে। যখন প্রথম বন্যা আরম্ভ হয়, তখন বহু গ্রামবাসী ২।৩ দিন পর্য্যন্ত গাছের পাতা ও জল ব্যতীত আর কিছুই খাইতে পায় নাই। শয়ন করিবারও স্থান ছিল না। অনেকে ঘরের চালের উপর বসিয়া বা বাঁশের মাচায় উঠিয়া কোন রকমে কাল কাটাইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের ও জেলা বোর্ডের ১০।১২ দিন চেষ্টার পর এই সব নরনারীকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সব গ্রাম এখন জনহীন, ঘর বাড়ী কিছুই নাই, বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে, যৎসামান্য আছে, তাহাও ভগ্ন।"

মূকবধির বিদ্যালয়

গত ৮ই সেপ্টেম্বর দিল্লী মূকবধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ, (গ্যাণ্ডেট আমেরিকা) মহোদয় বহরমপুর মূকবধির বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি পরিদর্শন করিয়া ছাত্রদিগের কথাবার্ত্তা ও শিক্ষাপ্রণালীতে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। গত ১২ই সেপ্টেম্বর মহাসমারোহে বহরমপুর বিদ্যালয়ের ৪র্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। এ জন্য সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র ও ছাত্রীগণকে জলযোগ করান হয়।

---

২১ বৎসরের পর পোষ্ট কার্ডের মালিকের সন্ধান

পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ

এলাহাবাদের এক সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ—২১ একুশ বৎসরে ৬ শত মাইল ভ্রমণ করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড গত ১২ই সেপ্টেম্বর গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছে। এই পোষ্টকার্ডের ঠিকানা ছিল এলাহাবাদের পুস্তক বিক্রেতা ও পুস্তক প্রকাশক লালা রামনারায়ণ লাল ফার্ম্ম।

এই পোষ্টকার্ডে মধ্য ভারতের র‍্যাটলামের মিঃ বংশীধর (একজন শিক্ষক) কতকগুলি পুস্তকের অর্ডার দিয়াছিলেন। ১৯১৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জাওরা হইতে উহা ডাকে দেওয়া হয় এবং প্রায় ২১ বৎসর পর নাগপুর "ডেড লেটার অফিস" হইতে উহা পঙ্গু অবস্থায় গন্তব্য স্থানে পৌছে।

ডেড লেটার অফিস হইতে এইরূপ অস্বাভাবিক বিলম্বের যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চিঠির বাক্সের দোষে উহা বাক্সেই পড়িয়া ছিল।

যাহার নিকট এই চিঠি দেওয়া হইয়াছিল সেই লালা রামনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই চিঠিখানা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সযত্নে রক্ষা করিবেন।

প্রকাশ, পোষ্ট অফিস হইতে চিঠি ডেলীভারী দিবার বিলম্বের যে রেকর্ড পৃথিবীতে আছে এই চিঠি সেই রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে।

পরলোকে ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত পূর্ব্ব রবিবার রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৪৫ বৎসর। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তামাক ট্যাক্সের শেষ দিন

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, বাংলা ১৩ই আশ্বিন তামাকের উপর ট্যাক্সের মেয়াদ শেষ হইবে। ১লা অক্টোবর, বাংলা ১৪ই আশ্বিন হইতে তামাকের উপর ট্যাক্স থাকিবে না।

পুণ্য কাহিনী

চুঁচুড়ার শ্রীভূষণচন্দ্র শীলের স্ত্রী গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া গভীর জলে পড়িয়া যান। গঙ্গার জল অত্যন্ত বেশী ছিল, প্লাবনে স্রোতও খরতর ছিল, তজ্জন্য প্রায় জলমগ্ন হইলে গণা নামে এক মাঝি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে।

অধ্যবসায়

চট্টগ্রাম ফৌজদারী আদালতের জনৈক মোক্তারের মুহুরী শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস ১৯৩৮ সনে ৪র্থ শ্রেণী হইতে লেখা পড়া ছাড়িয়া দেন এবং গত ১২ বৎসর মুহুরীর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অবসর সময়ে অসীম ধৈর্য্য সহকারে পাঠাভ্যাস করিয়া গত বৎসর ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এই বৎসর মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি আদালতে মোক্তারী আরম্ভ করিয়াছেন।

বারাণসী মিউনিসিপ্যালিটির বানর গ্রেপ্তার অভিযান

বানরের উৎপাতে বিপন্ন বারাণসী মিউনিসিপ্যালিটী বারাণসীর বানরকুলকে গ্রেপ্তারের জন্য সম্প্রতি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহীত প্রস্তাবে ধৃত বানরগণকে 'সায়েস্তা' করিবার জন্য উহাদিগকে অন্যত্র জঙ্গল বাসের শাস্তিদানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটী তিন হাজার পাঁচ শত কুড়ি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন এবং মথুরার কোন বানর-ধরা ব্যক্তিকে বানরগুলিকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্যত্র স্থানান্তরীকরণের জন্য 'কনট্রাক্ট' দিয়াছেন।

অশ্বত্থ বৃক্ষে বংশীধ্বনি

বালিকার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা সহরের জনৈক প্রাইভেট টিউটরের ৭ বৎসর বয়স্কা কন্যা নারায়ণী দেবী আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে কম্পিত ও বিবর্ণ হইয়া বিদ্যালয় হইতে জননীর নিকট ফিরিয়া যায়। এই সময় হইতে বিড় বিড় করিয়া সে কেবল "হে রাম" "হে রাম" বলিতেছিল। নারায়ণী বাড়ী ফিরিয়া জননীকে বলে,—"স্কুল হইতে যখন বাড়ী ফিরিতেছিলাম, তখন মনে হইল কে যেন মধুর সুরে বাঁশী বাজাইতেছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কেহ নাই। যতই বাড়ীর কাছে আসিতেছি, ততই বাঁশীর সুর কাছে আসিতেছে মনে হইল। একটী অশ্বত্থ গাছের নিকটে আসিয়া মনে হইল, গাছের উপরে বসিয়া কেহ বাঁশী বাজাইতেছে। উপরে চাহিয়া দেখিলাম সত্যই একজনের হাতে বাঁশী। ভয়ে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিলাম। দেখিলাম, হাত ধীরে ধীরে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের কিশোর রূপ লইয়া মিষ্ট মিষ্ট হাসিতে লাগিল; তাহার অঙ্গে পীতবাস, মাথায় মুক্তার মুকুট ঝলমল করিতেছে। মাথার চারিদিকে এত আলো যে চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। মূর্ত্তিটি একটী সবুজ কাগজে কি যেন লিখিয়া আমার দিকে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বাঁশীতে তাহা বাধিয়া গেল। তিনি বাঁশিতে ফু দিলেই কাগজটি আমার পায়ের নিকট আসিয়া পড়িল। আমি উহা তুলিয়া লইয়া দেখি উহাতে লেখা আছে—১৫ দিনের মধ্যে তোমাকে এই পৃথিবী হইতে আমার নিকট আনিব।' ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল, বলিলাম—কেন আমি কি দোষ করিয়াছি? মধুর সুরে উত্তর আসিল—"পৃথিবী এখন পাপীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমি এই পৃথিবী ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। ভয়ে আর নড়িবার শক্তি থাকিল না। গাছটীর দিকে পাথরের মূর্ত্তির মত চাহিয়াই রহিলাম। দেখিলাম, মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই সময় মনে হইল, আমারই সমবয়স্কা কয়েকটি বালিকা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া আমার নিকট হইতে কাগজটী কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।" নারায়ণী বলে তাহার—হঠাৎ ঝোক কাটিয়া গেল, দেখিলাম স্কুলের কোন বালিকা আমার কাছে নাই। ভীতা ও স্তম্ভিতা বালিকা নারায়ণী কোন প্রকারে গৃহে ফিরিয়া তাহার জননীকে এই সকল কথা বলে। যে সকল বালিকা তাহার নিকট হইতে কাগজটী কাড়িয়া লইয়াছিল, তাহাদের ঠিক বর্ণনা সে করিতে পারে নাই। স্থানীয় ধর্ম্মবিশ্বাসীরা বলিতেছে যে—শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থ গাছ হইতে দর্শন দেন না, কোন ব্রহ্মদৈত্য বালিকাকে ভয় দেখাইয়া থাকিবে।

নব দম্পতির আত্মহত্যা

বাঙ্গালোরের সংবাদে প্রকাশ,—শ্বশুরালয়ে ক্রমাগত নির্য্যাতন ভোগ করিতে থাকায় নববিবাহিত এক রাজপুত দম্পতি সম্প্রতি এক সঙ্গে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের উভয়ের দেহ পরস্পর আবদ্ধ অবস্থায় ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকার মিলার ট্যাঙ্কে ভাসিতে দেখা যায়। এই দৃশ্য দেখিবার জন্য পুষ্করিণীর তীরে বহু লোকজন জমায়েত হইয়াছিল। পুলিশ সংবাদ পাইয়া মৃতদেহ দুইটী শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করিয়াছেন।

কোয়েটা ভূমিকম্প তহবিল

বেলুচিস্থানস্থ বড়লাটের এজেণ্ট বড়লাটের কোয়েটা ভূমিকম্প তহবিল হইতে মন্দির, মসজিদ ও গীর্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে ঐ টাকা নিম্নলিখিতরূপে বণ্টন করা হইয়াছে। মুসলমান সুন্নি—২৮ হাজার; সিয়া—১৩ হাজার; হিন্দু সনাতন ধর্ম্ম—১২ হাজার; আর্য্য সমাজ—১১ হাজার; শিখ—৮ হাজার; খ্রীষ্টান—৫ হাজার; পার্শি—৩ হাজার।

মিষ্টার গান্ধী নহে, মহাত্মা গান্ধী

মধ্য প্রদেশের নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ শুক্লা একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, গান্ধীর নাম করিতে হইলে তাঁহার নামের পূর্ব্বে মিঃ না লিখিয়া "মহাত্মা" লিখিতে হইবে।

বেকার

আজকে মোরা পথের কাঙ্গাল
বঙ্গবাসী যুবকদল,
পুঁজি মোদের আছে শুধুই—
বুক ভাসানো নয়ন জল!
পাষাণ চাপা বুকের ব্যথা
ফুটছে নাকো মুখের কথা,
অন্নাভাবে ঘুরছে মাথা
হারিয়ে গেছে মনের বল,
গাই নীরবে দুখের গাথা
বাধায় বাধে চরণতল।

(২)

দৈন্য, ব্যথা মোদের ভূষণ
অপমানের তীব্র ভার,
জরা ব্যাধি মোদের সাথী,
সামনে খোলা মৃত্যু-দ্বার।
উমেদারী আসল পেশা
চাকরী হ'ল প্রাণের নেশা,
ধন্য ভাবি কলম পেষা
বিশ্ব মাঝে সারাৎসার!
এমনি মোদের অধঃপতন,
নাইকো কোথাও দৃষ্টি আর।

(৩)

এক ঘেয়ে এই জীবন গুলো
দিনগত পাপক্ষয়।
পদাঘাতেও ধন্য হয়ে
গর্ব্বে জানাই পরিচয়।
অপমানের অপবাদ,
তারেই ভাবি আশীর্ব্বাদ,
পড়ুক ঝরে মোদের শিরে
লজ্জা কিসের, কিসের ভয়,
সর্ব্বজয়ী চিত্ত মোদের
সকল বোঝা আপনি বয়।

(৪)

বিশ্ববিদ্যা শিক্ষালয়ের
জাহাজ হ'তে আমদানী—
হাজার হাজার ডিগ্রীধারীর
চাকুরীতে কি হয়রানি!
বাণিজ্যে যে লক্ষ্মী মাতা
সেটা এখন কথার কথা,
পথ ক'রেছি যথা তথা
জুটবে কোথায় টিউসনি,
গর্ব্ব মোরা খালাসি মাল
পেরিয়ে গেছি সাগর-পানি।

(৫)

গামছা লোটা পুঁজি করে—
আ'সল যারা বাংলাতে,
নিরক্ষর এই ভুঁড়ি মোটার
সামনে দাঁড়াই যোড় হাতে!
শুকনো ছাতুর প্রসাদ তরে—
ফিরছি মোরা দ্বারে দ্বারে!
লজ্জা তবু ধরতে লাঙ্গল
ফলবে সোনা যেই ক্ষেতে,
বাবু খেতাব যাবার ভয়ে
সাম্‌নে দাঁড়াই যোড় হাতে!!

(৬)

নাহি বুঝি ভাগ্যে মোদের
দুঃখ রাতের অবসান,
নাহি জানি ফুটবে কবে
মোদের মুখে হাসির গান।
বাংলা দেশের ছেলের দল,
অনুতাপের অশ্রু জল,
ফলছে যে আজ হায় বিধাতঃ!
এই কি তোমার লিপির দান,
হবে নাকি ভাগ্যে মোদের
দুঃখ রাতের অবসান?

(৭)

জীর্ণ মোরা শীর্ণ মোরা,
ঘৃণ্য মোরা যুবকদল—
জীর্ণ মোদের বক্ষ আজি
ভিন্ন মোদের হিয়ার তল,
অন্ধ মোরা নয়ন হারা,
আধেক বাঁচা, আধেক মরা
শূন্য দেখি নিখিল ধরা
মরণ মোদের সুমঙ্গল,
পুঁজি শুধুই তোমার দেওয়া
বুক ভাসানো নয়ন জল!!!

শ্রীকালীপদ দাস। "হিজলী-হিতৈষী"

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ'নান যাইতেছে যে থানা সাগরদীঘি ৮নং মোড়গ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন শীতলপাড়া গ্রামের চৌকিদার ভোলানাথ মাল গত ৯।৯।৩৮ তারিখে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতে ডাক লইয়া গিয়াছিল, তথায় ডাক দিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় গঙ্গাস্নান মানসে পোষাক ও পেটী চাপরাস খুলিয়া তাহার ঝোলার ভিতর রাখিয়া গঙ্গায় স্নান করে এবং তথা হইতে বাড়ী আসিয়া দেখে ঝোলার ভিতর পেটী চাপরাশ নাই। কোথায় পড়িয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারে নাই। সে জন্য নিবেদন, যদি কেহ উক্ত পেটী চাপরাশ পাইয়া থাকেন তাহা হইলে স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে বা মহকুমা হাকিমের নিকট বা আমার নিকট জমা দিলে বা জানাইলে উপকৃত হইব। নিবেদন ইতি ১২।৯।৩৮

বিনীত—
শ্রীকমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেসিডেণ্ট ৮নং মোড়গ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড
পোঃ ধনপতগঞ্জ, থানা সাগরদীঘি।

সকল রকম
গ্রামোফোন মেসিন
রেকর্ড ও নানাবিধ সরঞ্জাম পাওয়া যায়।
ডি, পি, গাঙ্গুলী
জঙ্গিপুর এজেন্সী
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী।

শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ!!
রঘুনথাগঞ্জ নিউজ ষ্টল।
এখানে মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, মাসিক মোহম্মদী, বেঙ্গল বিজিনেস গেজেট, ছোটদের সকল রকম মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও দৈনিক বাঙ্গলা ইংরাজী খবরের কাগজাদি কলিকাতার দরে বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
বিনীত—শ্রীশিবশঙ্কর মণ্ডল
রঘুনাথগঞ্জ নিউজ-পেপার এজেণ্ট
(স্থান—দেশবন্ধু পাঠাগার) মুর্শিদাবাদ।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প
সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌ফ ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ডিপসহির কালী
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।

সস্তায় সাইকেলের সরঞ্জাম।
টায়ার, টিউব ও অন্যান্য পার্টস বাজার অপেক্ষা সুলভে পাইবেন। পরীক্ষা করুন।
শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়,
"সুলভ ভাণ্ডার"—রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটী।

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা
(আমেরিকায় পরীক্ষিত)
অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৵১০ সাড়ে তিন আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।
প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়"
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)।

চিপের চা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব—

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি, পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটাফুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

ENGD. BY D. P. NATH & BROS. 2 BOW BAZAR ST.

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

এখানে মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১০৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। মূল্য ৷৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ভাইট্যালী—জীবনীশক্তিবর্দ্ধক!

ইহা সেবনে—প্রমেহজনিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মাথাঘোরা, শারীরিক শীর্ণতা, অম্ল, অজীর্ণ, প্রস্রাবের দোষ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, অর্শ, এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক, শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং সূতিকা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲ মাত্র। কলিকাতায় এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং এজেণ্ট আছেন।

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

পত্র লিখিলে একটী গঙ্গাদেবী অবতরণের সুন্দর ছবিসহ ১৩৪৫ সালের ক্যালেণ্ডার পাইবেন।

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵০, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵৫ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ৴০ কমিশ বাদ

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপটি, (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ., এফ.সি.এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ:—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনসুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট) ব্রহ্মদেশ * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ)।

লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হলবরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲